রেজিস্টার্ড নং ডি এ -১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জানুয়ারি ১৬, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ জানুয়ারি ২০০৭ ইং/ ৩ মাঘ ১৪১৩ বাং

এস, আর, ও নং-৮-আইন/২০০৭-অম/অবি(বাস্ত-১)/বিবিধ-৩/২০০৬।— যেহেতু বিচার বিভাগীয় পদে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণের বিষয়ে পৃথক বিধিমালা প্রণয়নের জন্য সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের৭৯/১৯৯৯ নম্বর সিভিল আপীলে প্রদত্ত রায়ে বাংলাদেশের জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের বেতন, ভাতা ও অনুরূপ সুবিধাদি সম্পর্কে একটি পৃথক পে-কমিশন গঠনের নির্দেশনা রহিয়াছে;

সেহেতু সুপ্রীম কোর্টের উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য পৃথক পে-কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেনঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**- এই বিধিমালা **বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (পে-কমিশন) বিধিমালা, ২০০৭** নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**- বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) "চেয়ারম্যান" অর্থ পে-কমিশনের চেয়ারম্যন;

(খ) "পে-কমিশন" অর্থ বিধি ৩ এর অধীনে গঠিত পে-কমিশন;

(গ) "সদস্য" অর্থ পে-কমিশনের চেয়ারম্যানও অন্তর্ভূক্ত হইবে; এবং

(ঘ) "সার্ভিস" অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস।

৩। **পে-কমিশন প্রতিষ্ঠা, উহার গঠন ও দায়িত্ব।-** (১) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি নির্ধারণ ও এতদ্‌সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পে-কমিশন নামে একটি কমিশন থাকিবে।

(২) পে-কমিশন নিম্নরূপ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা—

(ক) প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সৃপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি; যিনি ইহার চেয়ারম্যান হইবেন;

(খ) প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সৃপ্রীম কোর্টের হইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতি; যিনি ইহার সদস্য হইবেন;

(গ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত আইন কমিশনের একজন সদস্য;

(ঘ) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, পদাধিকারবলে;

(ঙ) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(চ) সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(ছ) সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(জ) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, পদাধিকারবলে; এবং

(ঝ) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত ঢাকায় কর্মরত জেলা জজ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা।

(৩) কমিশনের সভায় চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে উপ-বিধি (২) এ উল্লেখিত (খ) হইতে (ঝ) ক্রমানুসারে সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (১) দ্বারা গঠিত পে-কমিশনের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা—

(ক) বিচার কর্ম বিভাগের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আনুষঙ্গিক বিষয় ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন;

(খ) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন।

(৫) পে-কমিশনের কোন পদে শূন্যতার কারণে উহার কোন কার্য্যধারার বৈধতার ক্ষুন্ন হইবে না।

৪। **পে-কমিশনের সভা।-** (১) এই বিধির অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, পে-কমিশন উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পে-কমিশনের সভা প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে অন্ততঃ দুইবার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) পে-কমিশনের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) পে-কমিশন প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর দেশের সামগ্রীক আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সার্ভিসের বেতন কাঠামোর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সার্ভিসের সদস্যদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন এবং উহা সরকারের নিকট পেশ করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক আহুত হইলে বা সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য কোন নতুন জাতীয় বেতন স্কেল প্রবর্তন করা হইলে, পে-কমিশন যে কোন সময়ে যে কোন বিষয়ে সরকারের বরাবরে অর্ন্তবর্তীকালীন সুপারিশ পেশ করিতে পারিবে।

(৪) পে-কমিশনের সভায় কোরামের জন্য পাঁচজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে এবং মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে পে-কমিশনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং মতামতের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতির নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ পে-কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার পে-কমিশন সচিবালয়ের [সদস্য][১] সচিব গণ্য হইবেন।

(৭) [এই বিধির অধীনে প্রদত্ত সুপারিশ সরকার, যথাসম্ভব, অনুসরণ করিয়া প্রয়োজনীয় আদেশ জারী করিবে।][২]

৫। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) ২১ মে ২০০৬/৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩ তারিখে এস,আর,ও নং-৮১-আইন/২০০৬-অম/অবি(বাস্ত-১)/বিবিধ-৩/২০০৬ দ্বারা জারীকৃত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (পে-কমিশন) বিধিমালা, ২০০৬ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত বিধিমালার অধীনকৃত সকল কাজকর্ম বা গৃহীত সকল ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীনকৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী
সচিব
অর্থ বিভাগ।

[১] এস, আর, ও নং ৬১-আইন/২০০৭-অম/অবি(বাস্ত-১)/বিবিধ-৩/২০০৭, তারিখঃ ২৬ এপ্রিল ২০০৭ দ্বারা সন্নিবেশিত;
[২] এস, আর, ও নং ৬১-আইন/২০০৭-অম/অবি(বাস্ত-১)/বিবিধ-৩/২০০৭, তারিখঃ ২৬ এপ্রিল ২০০৭ দ্বারা সংযোজিত।